Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর

তারিখঃ ১৭-০৬-২০২৩ (পৃঃ ১২)

জিআই স্বীকৃতি পেল শেরপুরের তুলশীমালা ধান

শাফিউল ইমরান

- জেলার সাত হাজার হেক্টর জমিতে তুলশীমালা ধানের আবাদ করা হয়েছিল, প্রায় ১০ হাজার টন চাল উৎপাদন হয়েছে
- তুলশীমালা চালকে আঞ্চলিকভাবে 'জামাই আদুরী' চাল নামে ডাকা হয়
- হেক্টরপ্রতি ফলন দুই থেকে আড়াই টন পর্যন্ত

জিআই (ভৌগোলিক নির্দেশক) পণ্য হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে শেরপুরের ঐতিহ্যবাহী তুলশীমালা ধান। 'পর্যটনের আনন্দে, তুলশীমালার সুগন্ধে' এ স্লোগানে শেরপুর জেলার ব্র্যান্ডিং বাস্তবায়নে ২০১৮ সালের প্রথম থেকে কাজ করছে জেলা প্রশাসন। জেলার কৃষি অধিদপ্তরের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় এলো এমন সাফল্য। শিল্প মন্ত্রণালয়ের পেটেন্টস, ডিজাইন অ্যান্ড ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরের সনদ পেয়েছে তুলশীমালা চাল।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ডিসি শেরপুর ফেইসবুক পেইজে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা প্রশাসক সাহেলা আক্তার। ওইদিন জেলা প্রশাসক সাহেলা আক্তার বলেন, 'আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তুলশীমালা চাল শেরপুর জেলার জিআই পণ্য হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে আমাদের একটি উদ্যোগের সফল পরিসমাপ্তি ঘটল।'

জানা যায়, গত ১২ জুন শিল্প মন্ত্রণালয়ের পেটেন্টস, ডিজাইন অ্যান্ড ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রার খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসির স্বাক্ষরিত ভৌগলিক নির্দেশক নিবন্ধন সনদ পেয়েছে তুলশীমালা চাল। সনদে ২০১৮ সালের ১১ এপ্রিল থেকে পণ্যটি নিবন্ধিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। তুলশীমালা চালের এই স্বীকৃতির ফলে এখন রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হবে। জেলার অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি ভৌগোলিকভাবে পরিচিতি বাড়বে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কৃষি কর্মকর্তারা জানান, এ ধানের চাল সুগন্ধী, ছোট ও অত্যন্ত সুস্বাদু। পোলাও, ফ্রাইড রাইস, বিরিয়ানির জন্য বিশেষ উপযোগী। বিশেষ করে বিভিন্ন উৎসব,পার্বণ ও অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়নে বেশি ব্যবহৃত হয়।

শেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, এবার জেলার পাঁচ উপজেলার সাত হাজার হেক্টর জমিতে তুলশীমালা ধানের আবাদ করা হয়েছিল। এতে প্রায় ১০ হাজার টন চাল উৎপাদন হয়েছে। প্রচারের স্বার্থে এবার কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে ১ কেজি করে চাল প্যাকেট করে মোট ১১ হাজার প্যাকেট তুলশীমালা চাল

পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

জিআই স্বীকৃতি পাওয়া শেরপুরের তুলশীমালা ধান। প্রচারের স্বার্থে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে ১ কেজি করে প্যাকেট তুলশীমালা চাল বাজারজাত করা হয়েছে

যায়যায়দিন

তারিখঃ ১৭-০৬-২০২৩ (পৃঃ ১৬,১৫)

জলবায়ু সহনীয় ধানের নতুন জাত উদ্ভাবনে প্রকল্প গ্রহণ

■ যাযাদি ডেস্ক

জলবায়ু সহনীয় ধানের নতুন জাত উদ্ভাবনে প্রায় ৩৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়। প্রকল্পের আওতায় ধানের ২০টি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন বা উন্নয়ন, ৬টি প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন এবং ৩০০টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় বলেছে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গে মিল রেখে স্থানভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে। ধানের উৎপাদন আরও বাড়াতে এ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, পরিবর্তিত আবহাওয়ায় যাতে ধানের বা খাদ্য উৎপাদনে বিঘ্ন না ঘটে সে জন্য কাজ করবেপ্রকল্পের গবেষকরা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা

- ব্যয় হবে প্রায় ৩৭০ কোটি টাকা
- চলতি বছরের জুলাইয়ে শুরু
- শেষ হবে২০২৮ সালের জুনে

নিশ্চিত করতে পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গে মিল রেখে স্থানভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উন্নয়নসহ ব্রি'র মূল গবেষণা কার্যক্রমকে সহায়তা করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, প্রকল্পটি কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। 'নতুন ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে স্থানভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিদ্যমান গবেষণাগার উন্নয়ন' প্রকল্পটির উদ্যোক্তা কৃষি মন্ত্রণালয়। ৩৬৯ কোটি ৩০ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে চলতি ২০২৩ সালের আগামী জুলাইতে শুরু হওয়া প্রকল্পটি শতভাগ বাস্তবায়িত হবে২০২৮ সালের ৩০ জুনের মধ্যে। গত ৬ জুন অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা যায়, দেশের ৬৪টি জেলায় প্রকল্পটি ● পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

জলবায়ু সহনীয় ধানের নতুন জাত উদ্ভাবনে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বাস্তবায়নের লক্ষ্য ঠিক করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। প্রকল্পের আওতায় স্থানভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ব্রি'র গবেষণা কাজ জোরদারের জন্য ৬টি নতুন অস্থায়ী আঞ্চলিক কার্যালয় ও ৬টি স্যাটেলাইট অফিস স্থাপন করা হবে। এর জন্য ১২০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে। ১৫ হাজার ৩৭৫টি বিভিন্ন প্রায়োগিক পরীক্ষণ প্রদান করা হবে। ক্রসিং সুবিধার নেট হাউস (৬০০ বর্গমিটার) স্থাপন করা হবে। ৬টি গভীর নলকূপ বসানো হবে। গবেষণা মাঠ উন্নয়ন ও গবেষণা মাঠের নিরাপত্তা দেওয়াল নির্মাণ করা হবে। স্যাটেলাইট স্টেশনে এবং গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও আসবাবপত্র কেনা হবে। ৫ জনের জন্য স্থানীয় পিএইচডি কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

পরিকল্পনা কমিশন আরও জানায়, প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসেবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্পটি সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শস্য উপখাতের অন্যতম কৌশল উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন উপকরণের দক্ষ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২ খাদ্য নিরাপত্তা, উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংগতিপূর্ণ।

পরিকল্পনা কমিশন এ প্রকল্পের অনুমোদন চাইতে গিয়ে প্রকল্প সম্পর্কে একনেক সভায় বলা হয়, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গে মিল রেখে স্থানভিত্তিক ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে, যা কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এমন অবস্থায় প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবিঅনুদানে মোট ৩৬৯ কোটি ৩০ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত একনেকের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর শামসুল আলম সংবাদিকদের জানান, প্রকল্পটি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক হবে। এর ফলে শুধু আবহাওয়াজনিত কারণে নয় জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সমন্বয় করেই দেশে ধান উৎপাদন সম্ভব হবে। এতে কখনই খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কা থাকবে না।

যায়যায়দিন

তারিখঃ ১৭-০৬-২০২৩ (পৃঃ ১৬,১৫)

কৃষি গবেষণায় জি২০-এর বিনিয়োগ চান কৃষিমন্ত্রী

■ যাযাদি ডেস্ক

কৃষিখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জি২০-কে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়াসহ বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশের কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ডক্টর মো. আব্দুর রাজ্জাক।

শুক্রবার ভারতের হায়দরাবাদে জি২০ কৃষিমন্ত্রীদের তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধনী সেশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে দেওয়া বক্তব্যে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি হুমকিস্বরূপ। সেজন্য বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারপরও বৈশ্বিক সংকট, যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কমসহ যেকোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ● পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

কৃষি গবেষণায় জি২০-এর বিনিয়োগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জন্য জি২০'র স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর পদক্ষেপ দরকার।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের কার্যকর কৃষিবান্ধবনীতির কল্যাণে বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে ইতোমধ্যে ১ দশমিক ৭৫ শতাংশ চাষযোগ্য জমি কমেছে। এ পরিস্থিতির মধ্যেও ফসলের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধির কারণেই ১৭ কোটি মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য দেশের অভ্যন্তরেই উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।'

বাংলাদেশ সরকার সবস্তরের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী আরও বলেন, 'অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের কোনো সংকট নেই, বরং খাদ্যের প্রাপ্যতা বেড়েছে। অন্যদিকে বর্তমান সরকার নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী ও গরিব মানুষকে খাদ্যবান্ধববিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিনামূল্যে ও কমমূল্যে খাদ্য সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ফলে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।'

'খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির জন্য টেকসই কৃষি' শীর্ষক এ সেশনে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এছাড়া ভারতের কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং টোমার, জি২০ভুক্ত ১৯টি দেশের কৃষিমন্ত্রী, বাংলাদেশসহ আমন্ত্রিত ১০টি দেশের কৃষিমন্ত্রীরা বক্তব্য রাখেন। এতে বিশ্বব্যাংক ও এডিবিসহ ১০টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার শীর্ষ সংগঠন জি২০'র এবারের সম্মেলনের আয়োজক ভারত। নয়াদিল্লিতে আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হবেএ সম্মেলন, যেখানে বাংলাদেশ আমন্ত্রিত দেশ হিসেবেঅংশ নেবে।

প্রথম আলো

তারিখঃ ১৭-০৬-২০২৩ (পৃঃ ০১,০৪)

চালের উৎপাদন বেশি বাড়ছে বাংলাদেশে

এফএওর প্রতিবেদন

বোরোতে ফলন ২ কোটি ১০ লাখ টন। বাম্পার ফলনের পরও মোটা ও সরু চালের দাম কমছে না।

ইফতেখার মাহমুদ, *ঢাকা*

- মোট উৎপাদনে চীন ও ভারতের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান।
- দেশে চালের আমদানি কমে আট লাখ টনে নেমে এসেছে।

এক বছরে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি হারে চালের উৎপাদন বাড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশে। বিদায়ী অর্থবছরের (২০২২-২৩) চেয়ে নতুন অর্থবছরে (২০২৩-২৪) উৎপাদন বাড়তে পারে ১ দশমিক ৮ শতাংশ। আর মোট চালের উৎপাদনে চীন ও ভারতের পর তৃতীয় অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। গত বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) থেকে প্রকাশ করা গ্লোবাল ফুড আউটলুক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বাভাসের তুলনায় কম হওয়ায় বিশ্বের অন্যতম চাল রপ্তানিকারক দেশ ভারত ও পাকিস্তান এ বছর রপ্তানি কমাতে বাধ্য হয়েছে। ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডকেও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম রপ্তানি করতে হবে। ভারত গত বছরের তুলনায় এ বছর প্রায় ৪০ লাখ টন চাল কম রপ্তানি করবে।

অন্যদিকে উৎপাদন কম হওয়ায় বাংলাদেশকে দুই বছর আগেও ২৬ লাখ ৫০ হাজার টন চাল আমদানি করতে হয়েছিল। কিন্তু এ বছর উৎপাদন ভালো হওয়ায় বাংলাদেশের আমদানির পরিমাণ কমে আট লাখ টনে নেমে এসেছে। জুলাই থেকে আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রকাশ করা ওই প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। জাতিসংঘের এই সংস্থা প্রতি ছয় মাসের জন্য একবার করে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। তাতে বাংলাদেশে গমের উৎপাদনও এক লাখ টন বেড়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্লোবাল ফুড আউটলুক প্রতিবেদনের তথ্যমতে, চীন চাল উৎপাদনে এখনো শীর্ষে রয়েছে। গত বছর দেশটিতে উৎপাদিত হয়েছে ১৪ কোটি ২৮ লাখ টন। আগামী বছরে (২০২৩-২৪) উৎপাদন দাঁড়াতে পারে ১৪ কোটি ৩৪ লাখ টন। উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে দশমিক ৪ শতাংশ। এরপর রয়েছে ভারত। গত বছর দেশটির উৎপাদিত হয়েছে ১৩ কোটি ৮ লাখ টন। আগামী বছরে উৎপাদন দাঁড়াতে পারে ১৩ কোটি ১০ লাখ টন। উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে দশমিক ১ শতাংশ। এরপরই রয়েছে বাংলাদেশ। বিদায়ী অর্থবছরে দেশটির উৎপাদন ৩ কোটি ৮৩ লাখ টন। আগামী বছরে উৎপাদন দাঁড়াতে পারে ৩ কোটি ৮৯ লাখ টন। উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে ১ দশমিক ৮ শতাংশ। একই সময়ে ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডে উৎপাদন বাড়তে পারে ১ শতাংশ। ভিয়েতনামে যা হতে পারে দশমিক ৩ শতাংশ।

চলতি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ও খাদ্যবিষয়ক সংস্থা ইউএসডিএ থেকে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। 'গ্রেইন : ওয়ার্ল্ড মার্কেট অ্যান্ড ট্রেড' শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যগুলোর উৎপাদন বেড়ে যাওয়া নিয়ে একই চিত্র উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে গত এক বছরে চালের উৎপাদন মোট সাড়ে সাত লাখ টন বেড়েছে। ফলে চালের আমদানি কমেছে। ২০২০-২১ সালে যেখানে বাংলাদেশ ২৬ লাখ ৫০ হাজার টন চাল আমদানি করেছে, সেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা আট লাখ টনে নেমে এসেছে। ডলার-সংকটসহ নানা অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে বাংলাদেশ এই পরিস্থিতিতে কিছুটা হলেও খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে স্বস্তিতে আছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

চালের উৎপাদন বেশি বাড়ছে বাংলাদেশে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানতে চাইলে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর বাংলাদেশ খাদ্য নিয়ে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছে। ধান কাটার ক্ষেত্রে সরকার যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ানোর ফলে এবং নতুন উদ্ভাবন করা প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু জাতগুলো জনপ্রিয় হওয়ায় উৎপাদন বেড়েছে। এ ছাড়া কৃষি খাতে সরকারের ভর্তুকি অব্যাহত থাকায় উৎপাদন খরচ আমরা খুব একটা বাড়তে দিইনি। যার সুফল এখন পাচ্ছি।'

বাম্পার ফলনেও কেন মোটা চালের দাম কমছে না

ইউএসডিএ চলতি মাসের শুরুতে বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে বাংলাদেশের বোরো মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলনের তথ্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ বছর ২ কোটি ১০ লাখ টন বোরো ধান উৎপাদিত হয়েছে। এতে বাংলাদেশে মাঝারি চালের দাম গত এক মাসে ২ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। কিন্তু মোটা ও সরু চালের দাম কমেনি। আর আটার দামও বাড়তির দিকে আছে।

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্য বিশ্লেষণ করে ইউএসডিএ বলছে, বাংলাদেশে গত মে মাসে মাঝারি চালের কেজি ৫৫ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। আর মোটা চাল ৫০ টাকা ও সরু চাল ৭৫ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। আটার দাম এখনো বেশি। প্রতি কেজি খোলা আটা ৫৮ টাকা ও প্যাকেটজাত ৬৫ টাকা বিক্রি হচ্ছে। আর ময়দা খোলা ৬৫ ও প্যাকেটজাত ৭৫ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে।

ইউএসডিএর বৈশ্বিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সাল থেকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে গমের দাম বেড়ে যায়। এতে বাংলাদেশে আমদানি কমে যাওয়ায় আটার দাম বাড়ে। ফলে সাধারণ মানুষ আটার বদলে ভাত খাওয়ার দিকে বেশি ঝোঁকে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের মানুষ চাল খাওয়ার পরিমাণ বছরে ১৫ লাখ টন বাড়িয়েছে।

বোরোতে বাম্পার ফলনের পরও মোটা চালের দাম না কমার কারণ জানতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সঙ্গে কথা বলেন এই প্রতিবেদক। দুটি প্রতিষ্ঠানের গবেষকেরা একই মতামত দেন। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশে এক যুগ ধরে মোটা চালের উৎপাদন কমছে। আর মাঝারি চালের উৎপাদন বাড়ছে। মাঝারি মানের চালের চাহিদা বেড়ে যাওয়া এবং মোটা চালের চাহিদা কমে যাওয়াকে কারণ হিসেবে মনে করছেন তাঁরা।

বাংলাদেশে খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সর্বশেষ প্রতিবেদন বলছে, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করা মানুষজন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টিকর খাবারের পেছনে ব্যয় কমিয়েছে। আর ভাতের জন্য ব্যয় বাড়িয়েছে।

দেশের কৃষি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বাংলাদেশে গত এক যুগে কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। বিশেষ করে করোনাকালে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর বিশ্বজুড়ে খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার ইতিবাচক কিছু প্রভাবও দেশের কৃষি খাতে পড়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, বাংলাদেশে গত অর্থবছরে প্রায় চার কোটি টন চাল উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে বোরোতে ২ কোটি ১০ লাখ টন। এর মধ্যে মোটা চাল প্রায় ৬০ লাখ টন। আর সরু ও মাঝারি চালের পরিমাণ দেড় কোটি টন। ধারাবাহিকভাবে মাঝারি চালের উৎপাদন বাড়ছে। গত এক যুগে দেশের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ধানের নতুন জাত থেকে বেশির ভাগই মাঝারি মানের চাল আসছে। বিশেষ করে বোরোতে দেশে বর্তমানে ৫০ জাতের ধানের চাষ হয়। এর মধ্যে মাঝারি জাতের বিআর-২৮ ও ব্রি-২৯ থেকে আসে ৪০ শতাংশ চাল।

ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবির *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মাঝারি মানের চাল হয় এমন ধানের নতুন জাতগুলো দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। এগুলোর উৎপাদনও বেশি। কৃষকেরা দামও ভালো পান। যে কারণে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে চালের উৎপাদন দ্রুত বাড়ছে। কোভিড-১৯ ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে নিম্ন আয়ের মানুষ আরও বেশি ভাতের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে। তাই আমরা জিংক, ভিটামিন ও পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবনে মনোযোগ দিচ্ছি।'

যন্ত্রনির্ভরতা বাড়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি

দেশের কৃষি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বাংলাদেশে গত এক যুগে কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। বিশেষ করে করোনাকালে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর বিশ্বজুড়ে খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার ইতিবাচক কিছু প্রভাবও দেশের কৃষি খাতে পড়েছে। দেশে চাল ও গমের দাম বেড়ে যাওয়ায় কৃষক ও উদ্যোক্তারা এই খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়েছেন। ফলে সেখানে কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ইমেরিটাস অধ্যাপক সাত্তার মণ্ডলের হিসাবে, বাংলাদেশে ধান উৎপাদনের পাঁচটি ক্ষেত্রের মধ্যে অন্তত তিনটিতে প্রায় শতভাগ যন্ত্রনির্ভর হয়ে গেছে। এর মধ্যে জমি তৈরিতে পাওয়ার টিলারের ব্যবহার, জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য যন্ত্রচালিত ক্ষুদ্র সেচযন্ত্র এবং ধানমাড়াই যন্ত্রের ব্যবহার প্রায় শতভাগ হয়ে গেছে। এর বাইরে ধান কাটার ক্ষেত্রে কম্বাইন হারভেস্টারের ব্যবহার ২৫ শতাংশ ও নিড়ানির ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ কাজ যন্ত্র দিয়ে করা হচ্ছে, যে কারণে বাংলাদেশে ফসলের উৎপাদন দ্রুত বাড়ছে।

সাত্তার মণ্ডল *প্রথম আলোকে* বলেন, তবে মাঝারি ও সরু চালের জাত উদ্ভাবন এবং কৃষি প্রক্রিয়াকরণ খাতে বিনিয়োগ ও মনোযোগ আরও বাড়াতে হবে। আর অতিদরিদ্র মানুষের জন্য সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালিয়ে যেতে হবে।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ১৬-০৬-২০২৩ (পৃঃ ১৭)

তুলসীমালা ধান পেল জিআই পণ্যের স্বীকৃতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, শেরপুর ॥ জিআই (ভৌগোলিক নির্দেশক) পণ্য হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে শেরপুরের ঐতিহ্যবাহী তুলসীমালা ধান। এ নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের রেজিস্ট্রার খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি স্বাক্ষরিত নিবন্ধন সনদ পেয়ে গতকাল দুপুরে ডিসি শেরপুর ফেসবুক পেজে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা প্রশাসক সাহেলা আক্তার। এদিকে ওই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তুলশীমালা চাল এখন রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হবে এবং শেরপুরের অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি ভৌগোলিকভাবে শেরপুরের পরিচিতি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, এবার জেলার ৫ উপজেলার ৭ হাজার হেক্টর জমিতে তুলসীমালা ধানের আবাদ করা হয়েছিল। এতে প্রায় ১০ হাজার মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়েছে। প্রচারের স্বার্থে এবার কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে এক কেজি করে চাল প্যাকেট করে মোট ১১ হাজার প্যাকেট তুলসীমালা চাল বাজারজাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষিমেলায় এই চাল সারাদেশের সুনাম কুড়িয়েছে। সেই প্যাকেটের গায়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তুলসীমালা চালের গুণাগুণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এই চাল সম্পর্কে সবাই ধারণা অর্জন করতে পারে। এই চাল কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে কাজ চলছে।

শেরপুর খামারবাড়ির উপ-পরিচালক কৃষিবিদ ড. সুকল্প দাস বলেন, জেলা প্রশাসকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং কৃষি বিভাগের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ তুলসীমালা ধান জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেল।

এ বিষয়ে শেরপুরের জেলা প্রশাসক সাহেলা আক্তার বলেন, জিআই পণ্যে হিসেবে স্বীকৃতির মাধ্যমে আমাদের একটি উদ্যোগের সফল পরিসমাপ্তি ঘটল। আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তুলসীমালা চাল শেরপুর জেলার জিআই পণ্য হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে। আজ নিবন্ধন সনদ হাতে পেয়ে খুবই ভালো লাগছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে যারা অবদান রেখেছেন, তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এ অর্জন শেরপুরের সকল মানুষের।